PRINT

সমকাল

৯৯-এ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ঢাবি

১১ ঘণ্টা আগে

সাব্বির নেওয়াজ ও ইমাদ উদ্দিন মারুফ

বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক; প্রতিটি অর্জনের পেছনে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে একটি অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এত অর্জন নেই। একটি পৃথক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরাসরি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। জাতীয় প্রয়োজনের প্রতিটি মুহূর্তে জাগরণের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরাই ছিলেন অগ্রগামী। জাতির বাতিঘর হিসেবে যুগ যুগ ধরে আলো বিলিয়ে চলা গর্বের এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ পা

রাখছে ৯৯তম বছরে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন, ৯৮তম জন্মবার্ষিকী।

১৯২১ সালের ১ জুলাই আজকের এই দিনে পূর্ববাংলায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠ। সেই থেকে দিনটি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। টানা ৯ দশকে এই বিদ্যাপীঠ তৈরি করেছে বহু জ্ঞানী-গুণীজন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, বিজ্ঞানী, শিক্ষক আর লাখ লাখ গ্র্যাজুয়েট। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে অবদান রেখেছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- 'গুণগত শিক্ষা :প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ'। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছে নানা কর্মসূচি। গতকালই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান ও ভবন নান্দনিক আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বলেন, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলা এই বিদ্যাপীঠ বিশ্বমানস্পর্শী শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে ঢাবি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে বলেন, 'শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ঢাবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।'

৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৯৯তম জন্মদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের রয়েছে নানা প্রত্যাশা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণগত শিক্ষা ও র‍্যাংকিং। এ ছাড়া গবেষণা, পর্যাপ্ত বাজেট, আবাসিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান, শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ আরও নানা বিষয়ে প্রত্যাশার কথা উঠে এসেছে। গুণগত শিক্ষা ও র‍্যাংকিং উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও গুরুত্ব দিতে চায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মিলি আক্তার বলেন, 'দেশের যে কোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির র‍্যাংকিং দেখে হতাশ হতে হয়। সারাবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় আমরা অনেক নিচের দিকে। কাজেই আমাদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও গবেষণা বাড়ানো দরকার। রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সব দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা শিক্ষার্থীবান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত। একবাক্যে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও যেন সারাবিশ্বের মানুষ চিনতে পারে।'

সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রত্যাশা : প্রত্যাশার কথা জানিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি এস এম রাকিব সিরাজী বলেন, '২৮ বছর পর গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর ডাকসু ক্রিয়াশীল। আমরা চাই শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দাবি, প্রতিটি চাওয়া সিনেটের অধিবেশনে ছাত্র প্রতিনিধির দ্বারা উত্থাপিত হবে। সম্ভাব্যতা অনুযায়ী প্রশাসন সেসব দাবির বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় (র‍্যাংকিং) নিজেদের অবস্থান আরও

শক্তিশালী করার ব্যাপারটিতে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করবে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।'

ডাকসুর ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য :ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম জন্মদিনে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, শতবর্ষে পৌঁছানোর আগেই যেন শতভাগ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। দেশে যে একটা বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রভাব পড়েছে।'

এজিএস সাদ্দাম হোসাইন বলেন, আমরা ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বারবার বলেছি- টিচিং ও লার্নিং ইউনিভার্সিটি থেকে একে যেন রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা হয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব এবং বৈশ্বিক মান অর্জন করতে পারব।'

প্রশাসন যা ভাবছে : বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি প্রতিপাদ্য আছে- গুণগত শিক্ষা :প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ। এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবে, সেগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য যার যার অবস্থান থেকে পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করি।'

বর্ণাঢ্য কর্মসূচি :বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য নানা কর্মসূচি নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রথমে আজ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রশাসনিক ভবনসংলগ্ন মল চত্বরে জমায়েত হবেন। সেখানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাসহকারে টিএসসিতে যাওয়া হবে। সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে 'গুণগত শিক্ষা :প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দুর্লভ পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে বিকেল ৩টায় অনুষদ প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বায়োমেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত কার্জন হল ভবনের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় উদ্ভাবিত চিকিৎসা প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল দিনব্যাপী নিজ নিজ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কেক কাটা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, মিষ্টি বিতরণ ও আলোকসজ্জা।

গতকাল রোববার এসব কর্মসূচির কথা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

অধ্যাপক আবদুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে তার সঙ্গে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামালউদ্দিনসহ সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com